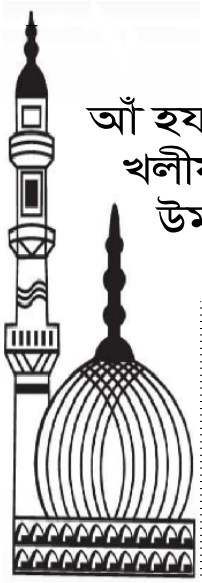

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

৯ জুলাই ২০২১ তারিখের খুৎবা জুম'আর সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উমর (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল। হযরত উমর (রাঃ) 'কাযা বিভাগ' খুলেছিলেন। তিনি সকল জেলায় নিয়মিত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাজী পদায়ন করেন। কাজী নিয়োগের ক্ষেত্রে ফিকাহ্ বিশেষজ্ঞদের মনোনয়ন দেয়া হতো এবং রীতিমতো তাদের পরীক্ষাও নিতেন। কাজীদের জন্য চড়া বেতন নির্ধারণ করতেন যেন কেউ অন্যায় সিদ্ধান্ত প্রদান করতে না পারে। সম্পদশালী এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের কাজী মনোনয়ন দিতেন যেন সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে তারা অন্য কারো প্রভাবে প্রভাবিত না হন। হযরত উমর (রাঃ) আদালতে সাম্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিতেন। একবার হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ)এর সাথে [হযরত উমর (রাঃ)'র] কোন বিষয়ে বিবাদ দেখা দেয়। হযরত উবাই (রাঃ) হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ)এর আদালতে মামলা করেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) এবং উবাই (রাঃ) কে উপস্থিত হতে বলেন আর (উপস্থিতির পর কাজী) হযরত উমর (রাঃ)'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, (হে যায়েদ!) এটি তোমার প্রথম অন্যায় একথা বলে তিনি উবাই (রাঃ)এর পাশ গিয়ে বসেন।

হযরত উমর (রাঃ) শরীয়তের বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত করার জন্য 'ইফতা বিভাগ' চালু করেন এবং ঐ ইফতা বিভাগকে পরিচালনার জন্য, হযরত আলী (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ), হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ), হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণের নাম ঘোষণা করেন এবং এও ঘোষণা দেন যে, উল্লিখিত সাহাবীগণ ছাড়া অন্য কারো ফতোয়া গ্রহণ করা হবে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন যে, হযরত উমর (রাঃ)'র খেলাফতকালে একজন বিজ্ঞ সাহাবী, সম্ভবত হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ (রাঃ), যিনি ধর্মীয় জ্ঞানে বেশ পারদর্শী ছিলেন এবং অনেক সম্মানিত মানুষ ছিলেন, একবার তিনি (রাঃ) (ফতোয়স্বরূপ) কোন মাসলা মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। হযরত উমর (রাঃ) এ বিষয়ে জানতে পেরে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে জবাবদিহি করেন যে, তুমি কি আমীর ? অথবা তোমাকে কি আমীর ফতোয়া দেয়ার জন্য মনোনীত করেছেন? মোটকথা যদি প্রত্যেক ব্যক্তি ফতোয়া দেয়ার অধিকার লাভ করে তাহলে বহু সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং জনসাধারণের জন্য কতক ফতোয়া পরীক্ষার কারণ হতে পারে।

হযরত উমর দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য 'আ'দাস' অর্থাৎ পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত উমর নিয়মিতভাবে কারাগারও নির্মাণ করান, ইতিপূর্বে কারাগারের প্রচলন ছিল না; অপরাধীদের কঠোর শাস্তিও দেয়া হতো।

১৫ (পঞ্চদশ) হিজরী সনে বাহরাইন থেকে পাঁচ লক্ষ পরিমাণ অর্থ এলে হযরত উমর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন এবং মদিনায় বায়তুল মালের ভিত্তি রাখেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আরকামকে কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। হযরত উমর (রাঃ) স্থাপনা নির্মাণের

ক্ষেত্রে (সাধারণত) কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করতেন, কিন্তু বায়তুল মালের জন্য অত্যন্ত মজবুত ও সুরম্য ভবন নির্মাণ করাতেন। পরবর্তীতে সেগুলোর জন্য প্রহরীও নিয়োগ করা হয়েছিল; সেগুলোর পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বায়তুল মালের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ স্বয়ং হযরত উমর (রাঃ) করতেন। হযরত উসমান বিন আফফানের একজন মুক্ত কৃতদাস বর্ণনা করেন, একদিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। আমি হযরত উসমানের সাথে 'আলিয়া' নামক স্থানে তার গবাদি পশুর কাছে ছিলাম। তিনি দেখতে পান যে এক ব্যক্তি দুটি (কমবয়স্ক) তাগড়া উঁটকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আর মাটি ছিল খুবই উত্তপ্ত। এটি দেখে হযরত উসমান বলেন, এই লোকটার কী হয়েছে? যদি সে মদিনায় অবস্থান করত এবং আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ার পর বের হতো, তবে তার জন্য ভালো হতো! যখন সেই ব্যক্তি কাছে আসে তখন হযরত উসমান আমাকে বলেন, দেখ তো লোকটি কে! আমি বললাম, চাদর-মুড়ি দেয়া এক ব্যক্তি যে দুটি তাগড়া উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর সেই ব্যক্তি যখন আরও কাছে আসে তখন হযরত উসমান পুনরায় বলেন, দেখ তো কে! আমি গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)। আমি নিবেদন করলাম, ইনি তো আমীরুল মুমিনীন! হযরত উসমান উঠে দরজা দিয়ে মাথা বাইরে বের করেন, কিন্তু তীব্র গরম বাতাসের হলকা লাগায় তিনি মাথা ভেতরে ফিরিয়ে আনেন এবং সাথে সাথেই পুনরায় (মাথা বের করে) হযরত উমরকে লক্ষ্য করে বলেন, কীসে আপনাকে এখন ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করল? হযরত উমর বলেন, সদকার উটগুলোর মধ্য থেকে এই দু'টো উট পেছনে রয়ে গিয়েছিল, এই দু'টো ছাড়া অবশিষ্ট সব উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার মনে হলো, এই দু'টোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাওয়া উচিত। আমার শঙ্কা ছিল যে, এই দু'টো হারিয়ে যেতে পারে, পরে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে সেগুলোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। হযরত উসমান বলেন, القوی الامین অর্থাৎ শক্তিশালী ও বিশ্বস্তকে দেখতে চায় সে এই ব্যক্তিকে দেখুক। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, উমর বিন না'ফে আবু বকর ঈসার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব, হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান এবং হযরত আলী বিন আবু তালেবের সাথে সদকার সময় আসি। হযরত উসমান ছায়ায় বসে যান এবং হযরত আলী তার পাশে দাঁড়িয়ে ঐসব কথা তাকে বলেন যা হযরত উমর বলতেন। হযরত উমর তীব্র গরমের দিন হওয়া সত্ত্বেও রোদে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর কাছে দুটি কালো চাদর ছিল। একটি তিনি লুঙ্গির মতো করে পরেছিলেন আরেকটি চাদর মাথায় রেখেছিলেন এবং সদকার উট পর্যবেক্ষণ করছিলেন ও উটের রং ও বয়স লিখে নিচ্ছিলেন। হযরত আলী হযরত উসমানকে বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে তুমি হযরত শুয়ায়েবের কন্যার এ বাক্য শুনেছ যে, إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ অর্থাৎ, নিশ্চয় যাদেরকেই তুমি চাকর নিযুক্ত করবে তাদের মধ্যে সে-ই উত্তম প্রমাণিত হবে যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। অতঃপর হযরত আলী হযরত উমরের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ইনি সেই القوی الامین (অর্থাৎ শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত) ব্যক্তি।

হযরত উমর (রাঃ) একবার বাইতুল মালের সম্পদ বণ্টন করছিলেন। তখন তার এক মেয়ে আসে এবং ঐ সম্পদ থেকে একটি দিরহাম উঠিয়ে দিরহামটি মুখে পুরে নেয়। হযরত উমর আঙুল ঢুকিয়ে তার মুখ থেকে সেই দিরহামটি বের করেন এবং সেটিকে যথাস্থানে রেখে দেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে লোকসকল! উমর এবং তার বংশের জন্য, তারা দূরের হোক বা নিকটের, ততটুকুই অধিকার আছে যতটা সাধারণ মুসলমানদের আছে, এর অধিক নেই। আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত আবু মূসা একবার বায়তুল মালে ঝাড়ু দিচ্ছিলেন। তখন তিনি একটি দিরহাম পান। হযরত উমরের এক শিশু সন্তান সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি তাকে সেটি দিয়ে দেন। হযরত উমর বাচ্চার হাতের সেই দিরহামটি দেখে ফেলেন। তিনি সেটি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে এটি আমাকে আবু মূসা দিয়েছে। এটি বাইতুল মালের সম্পদ তা অবগত হওয়ার পর হযরত উমর (রাঃ) বলেন, হে আবু মূসা! তোমার দৃষ্টিতে মদিনাবাসীদের মধ্যে উমরের পরিবারের চাইতে অধিক তুচ্ছ ঘর আর কোনটি ছিল না? তুমি কি চাও যে, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তি আমার কাছে সেই দিরহাম দাবি করুক! এরপর তিনি সেই দিরহাম বাইতুল মালে ফিরিয়ে দেন।

হযরত উমর (রাঃ) জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছেন। কৃষিখাতে উন্নতি এবং জনসাধারণের পানি সরবরাহের জন্য তিনি খাল খনন করিয়েছিলেন। ১৮ হিজরী সনে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন হযরত উমর (রাঃ) হযরত আমর বিন আস (রাঃ)কে সাহায্যের জন্য চিঠি লিখেন। দূরত্ব বেশি থাকায় সাহায্য পৌঁছতে বিলম্ব হয়। হযরত উমর (রাঃ) হযরত আমরকে ডেকে বলেন, নীল নদকে সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হলে আরবে কখনো দুর্ভিক্ষ হবে না। আমর সেখানকার গভর্ণর ছিলেন, তিনি ফিরে গিয়ে ফুসতাত থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন করান যার মাধ্যমে সামুদ্রিক জাহায মদিনার বন্দর জেদ্দা পর্যন্ত চলে আসতে পারতো। এই

খাল ২৯ মাইল দীর্ঘ ছিল যা ছয় মাসে প্রস্তুত করা হয়েছিল। হযরত উমর (রাঃ) জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বা জনকল্যাণে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করিয়েছেন যেমন, মসজিদ, আদালত, সেনাছাউনি, ব্যারাক, রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন অফিস, সড়ক-মহাসড়ক, সেতু, অতিথিশালা, নিরাপত্তা চৌকি, হোটেল ইত্যাদি। মদিনা থেকে মক্কা পর্যন্ত প্রতি মঞ্জিলে (একদিনের যাত্রাপথ) বা যাত্রাবিরতিস্থলে (কৃত্রিম) ঝরনা ও সরাইখানা বানিয়েছেন। নিরাপত্তা চৌকিও নির্মাণ করিয়েছেন। অর্থাৎ নিরাপত্তারও যেন ব্যবস্থা থাকে আর মানুষের বিশ্রাম বা থাকার জন্য হোটেল প্রভৃতি ও পান্থশালা যেন সহজলভ্য হয়। নগরায়ণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রাঃ) নিজ খিলাফতকালে অনেক নতুন শহর গড়ে তুলেছেন। তিনি এসব শহর আবাদ করার সময় প্রতিরক্ষা আর বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়কে দৃষ্টিপটে রেখেছেন। এসব শহরের স্থান নির্বাচন হযরত উমর (রাঃ)এর রণকৌশল সংক্রান্ত দূরদর্শিতা ও ব্যবস্থাপনা এবং জনবসতি গড়ে তোলার বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শিতার সাক্ষ্য বহন করে। এসব শহর যুগপৎ যুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেও উপযোগী ছিল। হযরত উমর (রাঃ) অকস্মাৎ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরবের যে সীমান্ত অনারব অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত সেসব অঞ্চলে জনবসতি বা শহর গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন। এসব শহরের ভৌগোলিক অবস্থান আরবদের অনুকূলে থাকত বা আরবদের জন্য উপযুক্ত হতো। এসব শহরের একদিকে আরবের ভূমি, যা চারণভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হতো আর অপর দিকে অনারবদের সবুজ-শ্যামল অঞ্চল হতো, যেখানে শস্য, ফলফলাদি এবং অন্যান্য জিনিস পাওয়া যেত, অর্থাৎ কৃষিকাজ অপরদিকে করা হতো। এসব শহর আবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে যেন উভয় অঞ্চলের মাঝে কোন নদী বা সমুদ্র প্রতিবন্ধক না থাকে। একইভাবে তিনি সেনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত উমর (রাঃ) রীতিমত সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল করেছেন। মর্যাদা ও পদ অনুসারে সেনাবাহিনীর রেজিস্টার প্রস্তুত করিয়েছেন এবং তাদের বেতন নির্ধারণ করেছেন। সৈন্যদের প্রশিক্ষণের প্রতি হযরত উমর (রাঃ)এর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি জোরালো নির্দেশনা জারী করেছিলেন যে, বিজিত দেশসমূহে কেউ যেন চাষাবাদ বা ব্যবসায়িক কোন কাজ না করে। সেনাদের জন্য নির্দেশনা ছিল যে, বিজিত অঞ্চলে কোন ব্যক্তি ব্যবসাবাণিজ্য অথবা চাষাবাদ করবে না, কেননা এর ফলে সৈন্যদের সেনাসুলভ নৈপুণ্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। বর্তমান যুগে আমরা মুসলমান রাষ্ট্রসমূহেও দেখি, সৈন্যরা বিভিন্ন ব্যাবসাবাণিজ্যে ব্যস্ত থাকে। এরপর গরম এবং শীতপ্রধান দেশসমূহে আক্রমণের সময় আবহাওয়ার প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয় যাতে সৈন্যদের স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বিজাতিয় লোকেরা বড় বড় পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। শুধুমাত্র মুসলমানদেরই বড় বড় পদ দেওয়া হতো না, বরং অমুসলিম এবং ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকদেরও বড় বড় পদ দেওয়া হতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ)এর খলীফাদের যুগেও, যখন কিনা দেশে পূর্ণ নিরপত্তার সাথে জাতিসমূহ বসবাস আরম্ভ করেনি, তখনও এসব অধিকারের স্বীকৃতি ছিল।

অনুরূপভাবে, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ-এর ক্ষেত্রে অবৈধভাবে মূল্যপতনকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে আর হযরত উমর (রাঃ) এই আইন মানিয়েছেন। এ সম্পর্কে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য কমানোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, ইসলাম অবৈধপন্থায় পণ্যের মূল্যপতন করতেও নিষেধ করেছে।

শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রাঃ) শিক্ষা-ব্যবস্থার অত্যন্ত উন্নতি সাধন করেন। তিনি সারাদেশে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। বড় বড় আলেম সাহাবীদের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয় এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও নির্ধারণ করা হয়। অনুরূপভাবে হিজরী ক্যালেন্ডারের সূচনা সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে। সাহাবীরা মহানবী (সাঃ)'র নবুওয়্যত-প্রাপ্তির সময় থেকে তারিখ গণনা করেন নি, কিংবা তাঁর মৃত্যুর সময় থেকেও না; বরং তাঁর মদিনায় আগমনের সময় থেকে তারা তারিখ গণনা করেছেন। অর্থাৎ হিজরতের সময় থেকে (তারিখ গণনা শুরু করেন)। হিজরী সনের প্রবর্তন কোন বছর হয়েছিল, অর্থাৎ এই পঞ্জিকা কখন থেকে শুরু হয়েছিল–এ সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কিছু লোক বলে এটি ১৬ হিজরী সনে হয়েছিল, কারো কারো মতে ১৭ হিজরী সন থেকে শুরু হয়, কেউ কেউ বলে ১৮ হিজরীতে হয়, আবার কারো কারে মতে ২১ হিজরীতে শুরু হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশই এ বিষয়ে একমত যে, হযরত উমর (রাঃ)এর যুগেই এই পঞ্জিকার প্রবর্তন হয়েছিল।

সাধারণ ঐতিহাসিকদের মতে আরবে সর্বপ্রথম মুদ্রা চালু করেন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান। পবিত্র মদিনার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রা হযরত উমর (রাঃ)এর যুগে চালু হয়েছিল। সেগুলোর ওপর 'আলহামদুলিল্লাহ্' খোদাই করা ছিল এবং কোন

কোনটির উপর 'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্' এবং কতকের উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু'-ও খোদিত থাকত। কিন্তু ইরানী রাজাবাদশাহদের ছবির বিষয়ে কোন বিতর্ক করা হয় নি। এক গবেষণা অনুসারে সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রা ১৭ হিজরী সনে দামেস্কে হযরত উমর (রাঃ)'র খিলাফতকালে প্রচলিত হয়েছিল।

হযরত উমর (রাঃ) কী কী বিষয়ের সূচনা করেন। কোন কোন জিনিসকে আউয়ালিয়াতে ফারুকী বলা হয়। আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর পুস্তক 'আল ফারুক'–এ লিখেছেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে হযরত উমর (রাঃ) যেসব নতুন বিষয়ের সূচনা করেছেন সেগুলোকে ঐতিহাসিকরা একত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন আর সেগুলোকে আউয়ালিয়াত বলা হয়। এছাড়াও হযরত উমরের আরো অনেক অবদান রয়েছে যেগুলোকে আমরা কথা দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে লিপিবদ্ধ করছি না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এই স্মৃতিচারণ এখনও অব্যাহত আছে। আগামীতেও ইনশাআল্লাহ্ এধারা অব্যাহত থাকবে। এখন আমি কতিপয় প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। আর জুম্মার নামাযের পর (তাদের গায়েবানা) জানাযার নামাযও পড়াব। ইন্দোনেশিয়ার জনাব সারপিতো হাদী সিসওয়ো সাহেব গত মাসে ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, নানকানা জেলা নিবাসী চৌধুরী বশীর আহমদ ভাট্টি সাহেব গত মাসে ৯৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। রাবওয়ার পশ্চিম দারুন্ নসর নিবাসী হামিদুল্লাহ্ খাদেম মালহি সাহেব ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। পেশাওয়ার নিবাসী মুহাম্মদ আলী খান সাহেব ৮৯ বছর বয়সে ঐশী তকদীর অনুযায়ী ইহধাম ত্যাগ করেন। আমেরিকার মেরিল্যাণ্ড নিবাসী সাহেবযাদা মাহদী লতীফ সাহেব ৮৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন এবং শেহযাদ আকবর সাহেবের পুত্র ফয়যান আহমদ সামীর সাহেব, যিনি মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।** খোদাতায়ালা মরহুমীনদের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তাঁদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

9 JULY 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.